করোনা আক্রান্ত হয়ে গাংনীতে কৃষকের মৃত্যু

করোনা আক্রান্তে মেহেরপুরের গাংনীর চেংগাড়া গ্রামের মহাসিন আলী
(৬৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর ১২ টায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মহাসিন আলী চেংগাড়া পূর্বপাড়ার মফিজউদ্দীনের ছেলে।

মৃতের পরিবারের সদস্যরা জানায়, মহাসিন আলী টাইফয়েড ও মুখে ক্ষত সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত থাকার কারনে গত ৪ আগষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার সর্দি জ্বর হওয়ার কারনে করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা দেয়া হয়। পরে নমুনা পরীক্ষার ফলাফলে করোনা পজেটিভ আসলে সেখানেই রাখা হয়। পরে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: মো: রিয়াজুল আলম বলেন,করোনায় মৃত মহাসিন আলীর বাড়িতে স্বাস্থ্যকর্মী পাঠানো হয়েছে। এছাড়া মৃত্যু’র বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবগত করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন,করোনা আক্রান্তে মৃতের পরিবার চাইলে তারা স্বাস্থ্য বিধি মেনে নিজেরাই দাফন কাফন করতে পারে। যদি তারা প্রশাসনের সহযোগিতা চাই তাহলে ইসলামী ফাউন্ডেশনের সদস্যরা জানাজা শেষে দাফন সম্পন্ন করবে।

গাংনীতে সাপের কামড়ে কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে সাপের কামড়ে খসরুল আলম খসরু (৩৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার রাত ১২ টায় তার নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয়। সে উপজেলার

কাজীপুর গ্রামের হালসানা পাড়ার উকিল উদ্দীনের ছেলে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য মো: খবির উদ্দীন জানান, খসরুল আলম খসরু প্রতিদিনের ন্যায় সিমান্ত এলাকায় একটি জমিতে কাজ করছিলো। এসময় বিষধর সাপে তার পায়ে কামড় দিলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সাপে কামড়ের বিষয়টি তার পরিবারের সদস্যদের কাছে গোপন করে। রাত গভীর হওয়ার সাথে সাথে অসুস্থতাও বাড়তে থাকে এক পর্যায় সাপে কামড়ের বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানালে একজন ওঝাকে দিয়ে বিষ উত্তোলনের জন্য চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হয়।

মৃতের পরিবার ও স্থানীয় সৃত্র জানায়, খসরুল আলম খসরু’র নামে একটি মাদকের মামলা রয়েছে। মামলার পর থেকে অনেকটাই আত্মগোপনে থাকতো সে। পুলিশের হাতে আটক হতে পারে এমন আশংখায় হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যায়নি।

সিনহা হত্যা: ওসি প্রদীপসহ ৩ জনকে রিমান্ডে নিয়েছে র্যাব

কক্সবাজারের টেকনাফে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মো. রাশেদ খান হত্যা মামলার বরখাস্ত ওসি প্রদীপসহ তিন জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডে নিয়ে গেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)।

মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১ টায় কক্সবাজার জেলা কারাগার থেকে তাদেরকে র্যাব হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। বিষয়টি যুগান্তরকে নিশ্চিত করেছেন জেল সুপার মো. মোকাম্মেল হোসেন।

ওসি প্রদীপসহ যে তিন জনকে র্যাব হেফাজতে নেয়া হয়েছে তারা হলেন-পরিদর্শক লিয়াকত আলী ও উপ-পরিদর্শক (এসআই) নন্দ দুলাল রক্ষিত।

তাদেরকে যে আজ রিমান্ডে নেয়া হবে সেটি গতকাল রাতেই জানিয়ে রেখেছিলেন র্যাবের গণমাধ্যম শাখার প্রধান লে.কর্নেল আশিক বিল্লাহ। সোমবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে কক্সবাজারের জলতরঙ্গ রিসোর্টে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, ঘটনার মূল সাক্ষী

শিপ্রা ও সিফাতের কম্পিউটার ডিভাইসসহ ২৯টি সামগ্রী কক্সবাজারের রামু থানায় পুলিশের হেফাজতে রক্ষিত আছে। বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যম উক্ত সরঞ্জামাদি র্যাব হেফাজতে নেয়া হবে। কারণ, মামলা তদন্তের স্বার্থে ওই কম্পিউটার ডিভাইসগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেবে।

তিনি বলেন, ইতিমধ্যে র্যাবের তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশের চার সদস্য ও সন্দেহভাজন তিন আসামিকে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। আমরা তাদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি। দক্ষ ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে এই মামলা তদন্ত করছে র্যাব। যা তদন্তে শেষ হলে পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মো. রাশেদ খান হত্যা মামলায় টেকনাফ থানার বরখাস্ত হওয়া ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) প্রদীপ কুমার দাশসহ ৩ আসামিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির প্রধান চট্টগ্রাম বিভাগীয় অতিরিক্ত কমিশনার মিজানুর রহমান জানিয়েছেন, ওসি প্রদীপসহ যে তিন জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা রয়েছে তাদের মধ্যে পরিদর্শক লিয়াকত আলী ও উপ-পরিদর্শক (এসআই) নন্দ দুলাল রক্ষিতকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করা হয়েছে। ওসি প্রদীপকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অন্য চার পুলিশ সদস্য ও তিন সাক্ষীকে আগেই জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করেছি আমরা।

প্রসঙ্গত, ৩১ জুলাই ঈদুল আজহার আগের রাত সাড়ে ১০টার দিকে কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভের বাহারছড়া ইউনিয়নের শামলাপুর চেকপোস্টে পুলিশের গুলিতে নিহত হন অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান। ঘটনার পর পুলিশ বাদী হয়ে টেকনাফ থানায় দুটি মামলা করে। আর রামু থানায় একটি মামলা করা হয়।

পরে ৫ আগস্ট কক্সবাজার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হত্যা মামলা করেন সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খানের বড় বোন শারমিন শাহরিয়া ফেরদৌস। এতে ৯ জনকে আসামি করা হয়। আসামিরা হলেন- টেকনাফ থানার বরখাস্ত হওয়া ওসি প্রদীপ কুমার দাশ, টেকনাফের বাহারছড়া শামলাপুর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের প্রত্যাহার হওয়া পরিদর্শক লিয়াকত আলী, এসআই নন্দদুলাল রক্ষিত, এএসআই লিটন মিয়া, পুলিশ কনস্টেবল সাফানুর রহমান, কামাল হোসেন, আবদুল্লাহ আল মামুন, মো. মোস্তফা ও এসআই টুটুল। এদের মধ্যে আসামি মোস্তফা ও টুটুল পলাতক।

এর মধ্যে রিমান্ড মঞ্জুর হওয়া পুলিশের চার সদস্য এবং এ ঘটনায় পুলিশের দায়ের করা মামলার তিন সাক্ষীকে গত শুক্রবার থেকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে র্যাব।

যাদের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে তারা হলেন- এএসআই লিটন মিয়া, কনস্টেবল সাফানুর রহমান, কামাল হোসেন, আবদুল্লাহ আল মামুন, পুলিশের দায়ের করা মামলার সাক্ষী মো. নুরুল আমিন, মো. নেজামুদ্দিন ও মোহাম্মদ আয়াছ। আজ রিমান্ডে নেয়া হল প্রদীপসহ তিনজনকে।

সূত্র- যুগান্তর

দেশের প্রথম নারী আলোকচিত্রী সাইদা খানম আর নেই

দেশের প্রথম নারী আলোকচিত্রী সাইদা খানম মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

সোমবার রাত ৩টার দিকে তিনি মারা যান বলে তার স্বজন নিশাত জাহান রানা জানিয়েছেন।

তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে সাইদা খানম বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

সাইদা খানম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্য ও লাইব্রেরি সায়েন্সে মাস্টার্স করেন।

১৯৩৭ সালের ২৯ ডিসেম্বর পাবনায় জন্মগ্রহণ করা এই নারী বেগম পত্রিকার মাধ্যমে আলোকচিত্র সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। এরপর তার ছবি ছাপা হয় অবজারভার, ইত্তেফাক, সংবাদসহ বিভিন্ন পত্রিকায়।

আলোকচিত্রী হিসেবে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ নেন সাইদা খানম। সত্যজিতের একাধিক ছবিতে আলোকচিত্রী হিসেবেও কাজ করেন তিনি।

দেশের বাইরে ভারত, জাপান, ফ্রান্স, সুইডেন, পাকিস্তান, সাইপ্রাস ও যুক্তরাষ্ট্রে তার তোলা ছবির বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী হয়। জাপানে ইউনেসকো অ্যাওয়ার্ড, অনন্যা শীর্ষ ১০ পুরস্কার, বেগম পত্রিকার ৫০ বছর পূর্তি পুরস্কার, বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সম্মানসূচক ফেলোসহ বিভিন্ন স্বীকৃতি পান তিনি।

সূত্র- যুগান্তর

আলমডাঙ্গার সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মূর্তিমান আতংক দলিল লেখক বুলবুল

আলমডাঙ্গার সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মূর্তিমান আতংকের নাম দলিল লেখক বুলবুল। তিনি সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে অফিসে পরিচিত। তিনি অফিসের কোন সরকারি স্টাফ নন। শুধু সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের খুব কাছের লোক তিনি।

দলিল লেখক হয়েও বুলবুলের ইঙ্গিতে কার দলিলে কত টাকা নেওয়া হবে, কার দলিল আগে রেজিস্ট্রি হবে এটা নির্ধারিত হয়ে থাকে। অল্প বয়সী এই বুলবুলের সামনে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ দলিল লেখকদেরও কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। প্রচণ্ড ভয়ে সবাই তাকে বড় বাবু বলেও সন্মোধন করে থাকে।

সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গায় মামুন বাবরের যোগদানের পর থেকে ছিন্নমূল থেকে উঠে আসা দলিল লেখক বুলবুল সাব-রেজিস্ট্রারের সুনজরে পড়ে যান। তিনি দলিল লেখা বাদ দিয়ে মামুন বাবরের সেরেস্তার পাশে তার জায়গা হয়। আর এতেই গত তিন বছরে বুলবুল লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বনে যান। গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন আলমডাঙ্গা শহরে। কিনে ফেলেন আনন্দধাম প্রধান সড়কের পাশ ঘেষে একটি বাড়ি।

অফিস সূত্র জানায়, সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে দলিল প্রতি নানা

অজুহাতে যে অবৈধ হাজার হাজার টাকা দিতে হয় তা মামুন বাবর নিজে হাতে নেন না। টাকা নেন বুলবুল। অনেকের মতে, বুলবুল দিনভর নিজের পকেটে ভরা সেই টাকার ঠিক হিসেবও দেন না। নিজের কাছেও একটি অংশ রেখে দেন। আবার সন্ধ্যার পর অফিস শেষে অবৈধ আয়ের আরও একটি অংশ পান তিনি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন দলিল লেখক জানান, গত তিন বছরে বুলবুল কাড়ি কাড়ি টাকা পকেটে ভরেছে। কিন্ত সেই অবৈধ টাকা নিয়ে অফিসের কেউ আপত্তি না তুললেও বুলবুলের হুমকি-ধামকি নিয়ে আপত্তি উঠেছে। দলিল প্রতি অবৈধ টাকা দিতে কেউ একটু কমবেশী করলে তিনি তার দলিল রেজিস্ট্রি করা থেকে বাদ দিয়ে দেন।

এরপর দিনভর বুলবুলের পেছনে ঘুরে ঘুরে দাবি অনুযায়ী টাকা দিয়ে সন্ধ্যা বাদে দলিল রেজিস্ট্রি করাতে হয়। এর হেরফের হলেই দলিল লেখকদের লাইসেন্স বাতিলের হুমকি দিয়ে থাকেন বুলবুল। বুলবুলের অত্যাচার আতংক ছড়িয়ে রেখেছে পুরো সাব-রেজিস্ট্রি অফিসজুড়ে।

সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের স্বেচ্ছাচারিতা ও দলিল লেখক বুলবুলের সীমাহীন অত্যাচারের বর্নণা শুনে এর সমাধানে এগিয়ে আসেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী। উপজেলার এই সর্বোচ্চ দুই কর্মকর্তার উদ্যেগকেও আমলে নেননি সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবর।

সপ্তাহ পার হলেও তিনি সকালের অফিস দুপুরে আবার কখনও বিকেলে আসা বাদ দেননি। উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসার বেজায় নাখোশ হয়েছেন মামুন বাবরের ওপর। তারা আইনী পথেই হাটছেন বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন বলেন, “মামুন বাবরকে আলমডাঙ্গায় চাকুরী করতে হলে সকালের অফিস সকালেই করতে হবে। আর তা না হলে তাকে আলমডাঙ্গা ছাড়তে হবে।”

গাংনী হাসপাতালে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকের দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে।

রোগীর পরিবারের লোকজন জানান, রবিবার রাত দুইটার দিকে উপজেলার বাওট গ্রামের মৃত ইসাহাক কারীর ছেলে সিরাজুল ইসলাকে মুমূর্ষ অবস্থায় একজন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয় তার পরিবারের লোকজন। সেখানে কর্তব্যরত কাউকে দেখতে পায়নি তারা। প্রায় আধা ঘন্টা যাবৎ উচ্চস্বরে ডাকাডাকির পর কোন সাড়া না পেয়ে সাংবাদিককে ফোন দেই রোগীর পরিবার।

ওই রাতেই গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রিয়াজুল আলমের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের সেবা ২৪ ঘন্টা অব্যাহত রয়েছে ১০৯ নম্বর রুমে ডাক্তার রয়েছে। রুগীর পরিবারের লোকজন বাস্তবে দেখে ১০৯ নম্বর রুমে তালা ঝুলানো ভিতর লাইট এবং ফ্যান চলছে।

একটু পরেই ডাঃ রিয়াজুল আলম জানান ১০১ নাম্বার রুমে ডাক্তার দেবাশীষ রয়েছে এবং সেই সাথে বলেন আপনি একজন সরকারি কর্মকর্তাকে এত রাতে বিরক্ত করছেন আপনাকে আমলে নিলাম।

এরপর ডাক্তার নার্স রোগীর পরিবারের লোকজনের সাথে দেখা করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কুষ্টিয়া সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ দেবাশীষ জানান, রোগীর লোকজন দরজায় নক না করে ফ্লোরে ছুটাছুটি করেছে। একবার চিৎকারের শব্দ শুনেছি এবং আমার কাছে মনে হয়েছে ওয়ার্ডের কোন রোগীর বা বাইরের কোন শব্দ।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার রিয়াজুল আলম তার কথা পরিবর্তন করে বলেন আপনাকে নয় তথ্যটি আমলে নেওয়ার কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেন ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ড বয় সবাই হাসপাতালে ছিল খুঁজে না পাওয়ার কোন সুযোগ নাই।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ জানান, বিষয়টি অবগত হলাম। উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

থামছেই না করোনা তাণ্ডব, এক সপ্তাহে রেকর্ড ১৮ লাখ ২৫ হাজার শনাক্ত

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে বিপর্যস্ত গোটা বিশ্ব। এই ভাইরাসের তাণ্ডবে ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়েছে পুরো বিশ্ব। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। কোনওভাবেই থামানো যাচ্ছে না এই ভাইরাসের ধ্বংসলীলা।

বিশ্বব্যাপী করোনা রোগী শনাক্তের সাপ্তাহিক হিসাবে ফের রেকর্ড হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, গত সপ্তাহে ১৮ লাখ ২৫ হাজার ৬২১ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। এর আগে সর্বোচ্চ রোগী শনাক্ত হয় জুলাইয়ের ২৭ তারিখ থেকে ২ আগস্ট পর্যন্ত, ১৮ লাখ ১০ হাজার ২৩ জন।

ওয়ার্ল্ডওমিটারের হিসাব অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত বিশ্বে মোট করোনা রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ২০ লাখ ৪১ হাজার ৬৪৮ জন। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১ কোটি ৪৭ লাখ ৮৩ হাজার ৮৪৬ জন। আর মারা গেছেন ৭ লাখ ৭৭ হাজার ২০১ জন।
আক্রান্ত এবং মৃতের তালিকায় শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রে ৫৬ লাখ ১২ হাজার ২৭ জন শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ১ লাখ ৭৩ হাজার ৭১৬ জন। সুস্থ ২৯ লাখ ৭৩ হাজার ৫৮৭ জন।

ব্রাজিলে ১ লাখ ৮ হাজার ৬৫৪ জনের প্রাণ গেছে কভিড-১৯ রোগে। দেশটিতে মোট আক্রান্ত ৩৩ লাখ ৬৩ হাজার ২৩৫ জন। সুস্থ ২৪ লাখ ৭৮ হাজার ৪৯৪ জন।

২১০ মিলিয়ন মানুষের দেশটিতে মে মাসের শেষ দিক থেকে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ১ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

তিন নম্বরে থাকা ভারতে প্রায় প্রতিদিন রোগী বাড়ছে। দেশটিতে মোট ২৭ লাখ ১ হাজার ৬০৪ জন কোভিড-১৯ পজিটিভ হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন, মৃত্যু ৫১ হাজার ৯২৫ জনের।

করোনা ‘প্রতিরোধী’ ভ্যাকসিন অনুমোদনের ঘোষণা দেওয়া রাশিয়ায় এখন পর্যন্ত ৯ লাখ ২৭ হাজার ৭৪৫ জন রোগী শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ১৫ হাজার ৭৪০ জন।

পাঁচ নম্বরে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকায় ৫ লাখ ৮৯ হাজার ৮৮৬ জন শনাক্ত হয়েছেন। দেশটিতে মারা গেছেন ১১ হাজার ৯৮২ জন।

মেক্সিকোয় শনাক্ত রোগী ৫ লাখ ২৫ হাজার হলেও মৃত্যুতে অনেক ওপরে দেশটি। এখন পর্যন্ত ৫৭ হাজার ২৩ জন মারা গেছেন সেখানে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান ও তার স্ত্রী করোনা মুক্ত

১৪ দিন নিজ বাড়িতে আইসোলেশনের থাকার পর অবশেষে করোনা মুক্ত হয়েছেন বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন ও তার সহধর্মিনী নারভিনা খাতুন।

সোমবার রাত ১০ টার দিকে মুঠোফোনের মাধ্যেমে ইউপি চেয়ারম্যান মেহেরপুর প্রতিদিনকে করোনা মুক্ত হওয়ার বিষয় নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, করোনা পজিটিভ আসার ১২ দিনের মাথায় আবারো আমার নমুনা পাঠানো হয়। আজ সোমবার ১৪ দিন চলমান রাতে আমার নমুনার রিপোর্ট আসলে সেখানে আমার ও আমার সহধর্মিনির রিপোর্ট নেগেটিভ আসে।

মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্স পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ড.রেজওয়ান আহম্মেদ জানান, চেয়ারম্যান ও তার সহধর্মিনির আজ ১৪ দিন হোমকোয়ারিন্টিন শেষ হতে চলেছে।

এছাড়া তিনার শেষ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। স্বাস্থ বিভাগের পক্ষ থেকে তাদের করোনা মুক্ত ঘোষনা করা হয়েছে।

উল্যেখ্য,ঈদের আগের দিন থেকে ঠান্ডা- জ্বর জনিত কারনে চেয়ারম্যান ও তার স্ত্রীর নমুনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। নমুনা পাঠানো হলে গত ৪ তারিখ সন্ধায় তাদের দুজনের রিপোর্ট পজেটিভ আসে।

আপডেট:: মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যানসহ ২৫ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস ও মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলুসহ নতুন করে ২৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।
এর মধ্যে সন্ধ্যার দিকে প্রাপ্ত ফলাফলে ১৩ জন ছিল এবং রাত ১০টার দিকে ২য় দফায় আরো ১২ জন আক্রান্তের ফলাফল পাওয়া যায়।
নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় ১৭, গাংনী ৫, মুজিবনগর ৩। ফলাফল এসেছে ৯১ টি। সর্বমোট ফলাফল এসেছে ২৯৫০ টি। সর্বমোট পজেটিভ ৩৮৬ টি। মৃত্যু ৮ । সুস্থ ১৭৮, ট্রান্সফার্ড ২৯, বর্তমান পজেটিভ সংখ্যা ১৭১ । এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৯৩, গাংনী ৫৭, মুজিবনগর ২১টি।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া অন্যান্য আক্রান্তরা হলেন, মুজিবনগরের কোমরপুরে মোস্তাফিজুর রহমান,গাংনীর ঈদগাহ পাড়ার আব্দুল হান্নান, রেশমা, করমদি গ্রামের রেজাউল করিম, মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজারের সঞ্জিবন বিশ্বাস, কাশ্যপপাড়া দুলুতুন নেছা, নতুন মদনাডাঙ্গা গ্রামের আশিক, বর্শিবাড়িয়ার শাহ আলম, পুলিশ লাইন পাড়ার মোজাফফর আহমদ,সদর হসপিটালের বেলাল, পৌর ঈদগাহ পাড়ার ডা. রফিকুল আলম,উজুলপুর বিশ্বাস বাড়ির দিলারা খাতুন। রাত ১০টার সময়

প্রাপ্ত ২য় দফায় নতুন ১২জনের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

দামুড়হুদায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে হয়ে নারীর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার মুক্তারপুর গ্রামে ৩ সন্তানের জননী শুকজান খাতুন (৪০) বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

শুকজান খাতুন হচ্ছেন- মোক্তারপুর গ্রামের মাঠাপাড়ার ফজলুর রহমানের স্ত্রী। তিনি ৩ সন্তানের জননী। স্থানীয় ও পারিবারিকসুত্রে জানাগেছে, গতকাল নিজ বাড়িতে পানির মোটরের বিদ্যুতের তার বাশের উপরে উঠাতে যায়।

এসময় বিদ্যুতে তারে অসাবধানতাবশত ছেঁড়া জায়গায় হাত পড়লে তিনি ঘটনাস্থলে মারা যান। পরে বাড়ির লোকজন বিষয়টি টের পেলে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে। গতকাল মাগরিবের নামাজের পর মুক্তারপুর কবরস্থানে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মুসুল্লিদের উপস্থিতে মৃতব্যক্তির জানাযা শেষে দাফনকার্য সম্পন্ন করা হয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের সাবেক মেম্বর হাসান আলী সাংবাদিকদের জানান, বাড়িতে পানির মোটরের বিদ্যুতের তার বাশের উপরে উঠাতে গেলে ছেঁড়া জায়গায় অসাবধানবসত হাত পড়লে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। তার এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।